প্রতিবেদনের সময়কাল : জুলাই,২০১১-জুন,২০১২

প্রকল্প পরিচিতি :

কর্ম এলাকা : জলঢাকা উপজেলার ৬টি ইউনিয়ন (মীরগঞ্জ, শৌলমারী, শিমুলবাড়ী, খুটামারা, গোলনা ও কৈমারী)

প্রকল্পের লক্ষ্য : সমাজের পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠি বিশেষভাবে নারী ও শিশুর জীবন মান উন্নয়নে সহায়ক পরিবেশ সৃষ্টি হবে।

প্রকল্পের উদ্দেশ্য :

- ✓ সমাজ হতে বৈষম্য হ্রাসে বিভিন্ন উন্নয়নমূলক ইস্যুতে সচেতনতা বৃদ্ধি পাবে।
- ✓ বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কর্মকান্ডের পরিকল্পনা প্রণয়ন, বাস্তবায়ন, পরিবীক্ষণ ও তত্বাবধানে সমাজের বিশেষভাবে পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠির অংশগ্রহণ বৃদ্ধি পাবে।
- ✓ স্থানীয়ভাবে গৃহীত উন্নয়ন ব্যবস্থাপনায় সমাজের দক্ষতার উন্নয়ন ঘটবে এবং শক্তিশালী হবে।
- ✓ গণগবেষণার মাধ্যমে দারিদ্র্যকে বিশ্লেষণ করার ক্ষেত্রে জনগণের দক্ষতার উন্নয়ন ঘটবে এবং তাদের ক্ষমতায়নে সহায়ক হবে।

সুবিধাভোগী সংখ্যা : ১১০৪ জন শিশু যার মধ্যে ৬২৪জন বালক ও ৪৮০জন বালিকা এবং ১৬৮জন নারী

প্রকল্পের কর্মি সংখ্যা : ৯জন (১জন নারী ও ৮জন পুরুষ)

প্রধান প্রধান কর্মকান্ড :

- ✓ ১১টি এসআইপি স্কুলের দ্বিতীয় ও তৃতীয় শ্রেণীর শিশুদের আর্ট সাপোর্ট নিশ্চিত করা।
- ✓ বিভিন্ন উন্নয়ন ইস্যু নিয়ে সচেতনতামূলক নাটক প্রদর্শনী
- ✓ ৮০টি শিশু সংগঠনকে ট্রেনিং, কর্মশালা ও অবহিতকরণ সভার মাধ্যমে সামর্থ্য বৃদ্ধি করা। যেমন সাংগঠনিক উন্নয়ন প্রশিক্ষণ, শিশু অধিকার, আর্ট, জীবন দক্ষতা ও শিশু সুরক্ষা ট্রেনিং।
- ✓ ইউনিয়ন শিশু ফোরাম এবং উপজেলা শিশু ফোরামগুলো সক্রিয় হবে এবং জেলা শিশু মনিটরিং সেল-এর সাথে শক্তিশালী নেটওয়ার্ক তৈরী করবে।
- ✓ গণ গবেষণা দল তাদেও উন্নয়নে বিভিন্ন কর্মসূচি গ্রহণ করবে।

পটভমি :

জলঢাকা উপজেলার পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠির জীবন মান উন্নয়নে বিশেষ করে শিশুদের অধিকার প্রতিষ্ঠিত করার লক্ষে পিসিসিই প্রকল্প কাজ করছে।

প্রতিবেদন সময়কালে এ প্রকল্পের লক্ষ্য ও অর্জন:

ক্র.নং	কার্যক্রম	লক্ষমাত্রা	অর্জন
১	শিশু দল নির্বাচন	৩৫টি	৩৫টি
২	ইউনিযন নির্বাচন	৬টি	৬টি
৩	ইউনিয়ন শিশু ফোরাম	৬টি	৬টি
৪	উপজেলা শিশু ফোরাম	১টি	১টি
৫	সিএসও নেটওয়াক তৈরী	৪টি	৪টি
৬	কমিউনিটি নির্বাচন	৩৫টি	৩৫টি
৭	গণ গবেষণা দল	৩২টি	৩২টি
৮	সুবিধাভোগী নির্বাচন	১১০৪ জন শিশু	

১৬৮জন নারী ১১০৪ জন শিশু

১৬৮জন নারী

সংস্থার উদ্দেশ্য : ১১০৪জন শিশু বিভিন্ন প্রশিক্ষণ গ্রহণ করে শিশু সুরক্ষা ও সবার জন্য মানসম্মত শিক্ষা নিশ্চিত করণে ভুমিকা রাখছে।

গন গবেষনা

সাফল্য :

- পার গ্রুপের সদস্যরা সামাজীক কার্যক্রমে অংশগ্রহন করে মতামত প্রদান করছেন ।
- বিভিন্ন উন্নয়ন কমিটিতে সদস্যপদ লাভ করছেন।
- আয় মূলক কর্মকান্ড বা ¯তবায়ন করে আয় বৃদ্ধি করছে এবং তাদের জীবন যাত্রার মান উন্নয়ন হচ্ছে।
- বিনন্ন সরকারী বেসরকারি সংস্থার সঙ্গে কাযকরি যোগাযোগ স্থাপনের মাধ্যমে সেবা গ্রহনে সুযোগ সৃষ্টি হচ্ছে।
- গণ গবেষনার সদস্যরা শিশু নিয্াতন ও বাল্য বিবাহ রোধে ভুমিকা রাখছে
- নিজস্ব উদ্যোগে মোট সঞ্চয় ২৮৯৫০০

- ৩ টি দল ধান ব্যাংক করেছে।

উন্নয়নের দিকঃ

- বেশিবেশি তথ্য সংগ্রহ ও তথ্য আদান প্রদান করা
- মিটিং এর সিদ্ধান্ত সমুহ লিপিবদ্ধ করা এবং সংরক্ষন করা
- গন গবেষনার হিশাব নিকাশ সদস্যা অন্তর্ভুক্ত করা
- বাধাসমুহঃ
- গনগবেষনা সদস্যদের মিটিং পরিচালনার জন্য নির্দ্দিষ্ট ঘর এবং বসার উপকরণ না থাকায় বৃিষ্টর দিনে মিটিং পরিচালনায় সমস্যা হয়।
- গন গবেষনা সদস্যদের দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য প্রশিক্ষনের ব্যবস্থা কম।

- শিশু সংগঠনঃ

অর্জনঃ

- কৈমারী ও খুটামারা শিশু সংগঠনের শিশুরা জেলা ও বিভাগীয় পর্যায়ে শিশু নাট্য প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহন করে ২য় ও ৩য় স্থান অধিকার করেন।
- বিভাগীয় পর্যায় শিশু নাট্য প্রতিযোগীতা উৎসবে ৩য় স্থান অধিকার করায় বাংলাদেশ শিশু একাডেমী, নীলফামারী জেলা শাখার উদ্যোগে উক্ত নাট্য দলকে সম্বর্ধনা অনুষ্ঠানের আয়োজন করে।
- শিশু সংগঠনের পক্ষ থেকে ঈদে দরিদ্র শিশুদের পরিবারে সেমাই, চিনি শাড়ি লুঙ্গি বিতরণ করেন।
- ২৬ মার্চ এবং ১৬ ডিসেম্বর উপজেলা এবং জেলা পর্যায়ে কুজকাওয়াজে অংশগ্রহন করে ২য় এবং ৩য় স্থান অধিকার করেন।
- কৈমারী শিশু সংগঠনের শিশু প্রতিনিধি কেশব রায় শ্রীলংকায় শিশু সুরক্ষা শিশুদের অংশগ্রহন শীর্ষক কর্মশালায় অংশ্রগৃহণ করেন।
- শিশু সংগঠনের শিশুদের দক্ষতা উন্নয়নের ফলে শিক্ষা এবং চাকুরির সুযোগ পেয়েছে ৩ জন।
- উচ্চ শিক্ষা লাভের জন্য ৩ জন শিশু রাজশাহী ,ঢাকা ও রংপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষা লাভে সুযোগ পেয়েছে।

উন্নয়নের দিকঃ

- বিভিন্ন নথীপত্র তৈরি ও সংরক্ষন করা
- নিজ উদ্যেগে শিশু সংগঠনের মিটিং নিয়মিত করা।

বাধা :

- মিটিং এর নির্দিষ্ট স্থান এবং বসার উপকরণ না থাকায় মিটিং পরিচালনায় সমস্যা হয়।
- শিশুদের পরীক্ষা থাকায় তাদেরকে উক্ত সময়ে বিভিন্ন প্রোগ্রামে স◌ৃক্ত করানো।

শিক্ষণঃ

- শিশুরা নিজেরাই নিজেদের সমস্যা গুলো চিহ্নিত করতে পারছে এবং সমাধানের জন্য পরিকল্পনা তৈরী করছে।

সুপারিশঃ .

- আয়মূলক কাজে গনগবেষনার সদস্যদের আর্থিক/ উপকরণ দিয়ে সহযোগীতা করা ।

” আকাশ পথে কেশবের ভ্রমন সখ”

অনেকের অনেক স্বপ্ন । কারো স্বপ্ন বাস্তবতায় পরিনিত হয় আবার করো বা হাত বাড়াই দুঃসাধ্য।তাই এই শিশু বন্ধু কেশবের ছোট বয়স থেকে মনের মধ্যে এক অ™ুদে স্বপ্ন লালিত হয়ে আছে। সে সব শিশুর নেতৃত্ব দেবে।এই নেতৃত্ব দেবার স্বপ্ন পূরনের সুযোগ হয়েছে প্ল্যান বাংলাদেশের সহযোগী শিশু সংগঠনের মাধ্যমে গ্রাম, ইউনিয়ন,থানা,উপজেলা পর্যায়ের সভাপতি এবং জেলা এন,সি,টি,এফ এর সাধারণ সদস্য নির্বাচিত হয়। প্ল্যান বাংলাদেশের আওতায় শ্রীলংকায় প্রশিক্ষন ও ভ্রমনের জন্য বাংলাদেশ থেকে শিশু সদস্য নির্বাচন করার জন্য আহবান জানান।নীলফামারী জেলার জলঢাকা থানার পাঁচটি ইউনিয়ন থেকে বাছাই কৃত দশজন প্রতিনিধির মধ্যে জলঢাকা প্ল্যান অফিসে লিখিত, মৌখিক এবং উপস্থাপনার মাধ্যমে সর্বচ্চো নম্বর অর্জনে নির্বাচিত হয়।নির্বাচিত হওয়ার পর পাসপোর্ট ভিসার জন্য অফিস কৃর্তক যোগাযোগ করতে বলা হয়। পাসপোর্ট ভিসা বাবদ যত খরচ হয় তা প্ল্যান বাংলাদেশ বহন করে।২৯শে মে ২০১২ প্ল্যান বাংলাদেশর গাড়িতে সকাল ছয় টায় প্ল্যান জলঢাকা থেকে রংপুরের উদ্দেশ্যে রওনা হয়।রংপুরে প্ল্যান কর্মকতা নরুল হক স্যারের সাথে সাক্ষাৎ হয় এবং তার সাথে সকাল ৮,০০টায় ঢাকার উদ্দেশ্যে গাড়িতে যাএা করে।যাএা পথে মিনি হোটেল গুলোতে নাস্তা করে এবং বিকাল ৩টায় ঢাকা কল্যান পুরে বাস থেকে নেমে প্ল্যানের গাড়িতে রোজ গার্ডেন হোটেলে পৌছায়।যার অবস্থান ঢাকার বনানীতে।সেই হোটেলে ৩০ শে মে সাক্ষাৎ হয় তার-শিশু বন্ধু সাবিকুন নাহার রুনা এবং প্ল্যান কর্মকতা নার্গিস,ফারুক এবং আর এক জন সেভ দ্যাচিলড্রেন কর্মকর্তার সাথে।বিদেশ যাএার পাসপোর্ট ভিসা সঠিক আছে কি না তা তদারক করেন।প্ল্যানের গাড়িতে তাদেরও প্রয়োজনীয় জিনিষ কেনা কাটার জন্য ঢাকা নিউমার্কেট যান।সেখানে তাদের প্রয়োজনীয় জিনিষ ক্রয় করে আবার হোটেলে ফিরে আসে।১লা এপ্রিল সকাল ৬টায় ঢাকা এয়ারপোর্ট পোঁছায় এবং তাদের জিনিষ পএ লাকেজেরে মধ্যে গোছ-গাছ করা হয়।সকাল ৭টায় চেকিন করে এবং৯,৩০ মিনিটে ঢাকা এয়ারপোর্ট থেকে অবতরন করে কলোম্বর উদ্দেশ্যে যাএা করে ।পরে সেখান থেকে প্ল্যানের গাড়িতে করে ঔঃবরিহম ইষঁবহোটেলে পৌছায় এবং সেখানে এশিয়া মহাদেশের সকল প্রতিনিধি বন্ধু শিশুর সাথে সাক্ষাৎ হয়।হোটেলে তার রুম নম্বরছিল ৩৩০এবং রুমমেট ছিল ফ্যানাডে সে শ্রীলংকার প্রতিনিধি বন্ধু।রাত ৮টায় রাতের খাবার সবাই মিলে এক সাথে শেষ করে।খাবার সময় চামুচ,ছুরি দ্বারা খাবার খেতে ভিষন মজা

লাগত যা নতুন অভিজ্ঞতার সামিল।২রা এপ্রিল সকালের নাস্তা শেষ করে প্রশিক্ষন কক্ষে ৯টায় প্রবেশ করে। প্রশিক্ষনের শুরুতে বাংলাদেশের পতাকা(নিজ নিজ দেশের পতাকা)তুলে ধরে এবং প্রশিক্ষনের উপকরন সকল প্রতিনিধির হাতে তুলে দেয়।তারপর পরিচয় পর্ব দিয়ে প্রশিক্ষন কার্যক্রম শুরু হয়।

প্রশিক্ষনের বিষয় হল

INVOLVING CHILDREN IN THEIR OWN PROTECTION,ছয়দিন ব্যাপী নানান অভিজ্ঞতা কৌশলগত ভাবে প্রশিক্ষন কার্যক্রমে অংশগ্রহন করে প্রশিক্ষন বিষয় সকলে অবগত হয়।প্রশিক্ষনে বিষয় গুলোকে বিভিন্ন সেশনে ভাগ করা হয়। যেমন - শিশুর বেড়ে ওঠার জন্য পাঁচটি মৌলিক অধিকার একান্তই দরকার।

(১)=বেচে থাকার অধিকার

(২)=সুরক্ষার অধিকার/নিরাপাত্তার

(৩)=অংশগ্রহনের অধিকার

(৪)=উন্নয়নের অধিকার

(৫)=বাস্তবায়নের অধিকার,

প্রশিক্ষনের সেশন গুলোর মধ্যে ABUSES (নির্যাতন) সেশনটি তার কাছে খুবই গুরুত্ব। পূর্ন মনে হয়। অইটঝঊঝ চার প্রকার= যথা=

(১)নির্যাতন

(২)মানসিক নির্যাতন

(৩)অবহেলা

(৪)=ঝবীধষ অনঁংবং(যৌন নির্যাতন) এই নির্যাতনের হাত থেকে শিশুদের নিজেকে কিভাবে সুরক্ষিত রাখবে তা প্রশিক্ষনের মাধ্যমে শেখানো হয়।

No,Go, Tell.

No না বলা, Go, -যাওয়া, Tell.- বড়দের সাহায্য নেওয়া।এই সেশন ছাড়াও অনেক শিক্ষনীয় বিষয় থাকে অন্যান্য সেশন গুলোতে। ছয় দিন পর প্রশিক্ষন কার্যক্রম সমাপ্ত হয়। তার পর ৭তারিখে বাংলাদেশীয় প্রতিনিধিরা শপিং করতে যায়। সেখানে ও খুবেই আনন্দ পায়।পরদিন অর্থাৎ ৮তারিখ সকাল ৬টায় কলম্বো এয়ার পোর্ট পৌছায়।৯টায় ঢাকার উদ্দেশ্যে কলোম্বো এয়ারপোর্ট ত্যাগ করে।পরে ঢাকা এয়ারপোর্টে পৌছলে প্ল্যানের গাড়িতে রোজ গার্ডেন হোটেলে রাত্রী যাপন করে পরের দিন ঢাকা কান্ট্রিঅফিসে সবার সাথে সাক্ষাৎ করে।বাংলাদেশী শিশু বন্ধু সাবিকুন নাহার কে বিদায় জানিয়ে পরেরদিন কেশব তার সঙ্গী অভিভাবকের সাথে জলঢাকা প্ল্যান অফিসে ফিরে আসে।সেখানে অফিসের ম্যানেজার হৃষিকেশ সরকার কুশল বিনিময়

করে কেশব কে তার বাবা মার হাতে পৌছে দেয়।কেশবের প্রশিক্ষন এবং ভ্রমনের মাঝে যে আনন্দ তা মুখে বলা তার জন্য সত্যি কষ্টকর বলে সে মনে করে।তারপরেও সে আনন্দ সামান্যটুকু সেয়ার করতে চায়।যেমন সকাল ৬টা থেকে ৭টা পর্যন্ত সমুদ্র সৌকতে ছবি তুলতে ভীষন ভাল লাগত।সুইমিং পুলে গোসল বন্ধুদের সাথে বিকালের আড্ডা,শ্রীলংকা সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান দেখে তার ভীষন ভাল লাগে। তার এই ভ্রমন জীবনের আমূল পরিবর্তন বয়ে এনেছে বলে সে দৃঢ় বিশ্বাসী।

Award received from District Shishu

Awareness show

CR week observation

Essay writing

Food giving by CO to the poor

Union CO forum meeting